তারুণ্যের
উৎসব ২০২৫
নতুন বাংলাদেশ
গড়ার লক্ষ্যে

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

বিশেষ সংখ্যা ◻ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সম্পাদকীয়

‘প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা’ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন ধারণা, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং শিশুদের স্বপ্নপূরণের অন্তর্নিহিত প্রয়াসকে প্রামাণ্য আকারে উপস্থাপন করে। প্রতিটি প্রতিবেদন ও নিবন্ধ পাঠকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও বাস্তবচিত্র উন্মোচন করে, যা শিক্ষা-উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ও বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে।

প্রতিবছর ‘প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা’র দু’টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এবার ৪র্থ বর্ষের ২য় সংখ্যাটি ‘তারুণ্যের উৎসব’ বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় আজকের নতুন বাংলাদেশ গড়তে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫, শিশু আগামী দিনের তরুণ, বিশ্ব নাগরিক গঠনে তারুণ্য, প্রাথমিক শিক্ষায় ‘তারুণ্যের উৎসব, প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই: পরিবেশ সচেতনতা, প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই: সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ, খেলাধুলার শক্তি, ঐক্যের শক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা ও নেতৃত্ব, দেশ গঠনে প্রযুক্তিগত সমৃদ্ধি, প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিংয়ের পাঠ হোক শৈশব শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিবন্ধ থাকছে। সচিত্র সংবাদ অংশে তারুণ্যের উৎসব নিয়ে বিভিন্ন পিটিআই-এ প্রকাশিত দেয়ালিকার ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে ‘প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা’ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ স্থান পায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ফরিদ আহ্‌মদ (যুগ্মসচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

নতুন বাংলাদেশ গড়তে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

আব্দুল কাফী
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

'তারুণ্যের উৎসব- ২০২৫' প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি উদ্যোগ; যা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এবং ২৬টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তারুণ্যের উৎসবের লক্ষ্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা।

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫- এর স্লোগান 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' (Change the Country, Change the World)। এই প্রতিপাদ্যকে ঘিরে দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই উৎসব। নতুন বাংলাদেশ গড়তে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ এবং নেতৃত্বের গুণাবলি জাগ্রত করা। এ উৎসবের মাধ্যমে তরুণরা তাদের স্বপ্ন ও চিন্তা বাস্তব রূপ দেওয়ার সুযোগ পাবে।

'নতুন বাংলাদেশ' বলতে আমরা বুঝি একটি দুর্নীতিমুক্ত, পরিবেশবান্ধব, উদ্ভাবননির্ভর, শান্তিপূর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে যাদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকবে, তারা হলেন আজকের তরুণরা। বর্তমানে দেশে তরুণের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তাদের জনসম্পদে পরিণত করতে পারলেই নতুন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

'তারুণ্যের উৎসব -২০২৫-এটি শুরু হয় ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে এবং শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ এর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, আহত জুলাইযোদ্ধাদের সহায়তা, উদ্যোক্তা সমাবেশ, প্রতিভা অন্বেষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জুলাই বিপ্লব স্মরণ ইত্যাদি।

গ্রাম থেকে শহর, সবার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই তারুণ্যের উৎসব। এর মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপ্ত- সুবিধাবঞ্চিত সব শ্রেণির তরুণ-যুবদের মাঝে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচার করা হয়েছে। তরুণদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা আছে তা খুঁজে বের করা হচ্ছে।

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত এই ছয় মাসকে উৎসবের জন্য বিবেচনায় নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলো সপ্তাহব্যাপী তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্‌যাপন করবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট ১-১৫ জুলাই ২০২৫ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে নিজ উদ্যোগে প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১০টি ঔষধি, ফলজ গাছের চারা রোপণ এবং ইতঃপূর্বে রোপণকৃত গাছের পরিচর্যা করবে। তারুণ্যের উৎসবের থিম বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ 'আমার স্কুল, পরিচ্ছন্ন স্কুল' শিরোনামে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের নির্ধারিত লোগো 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' স্লোগান সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদর্শন করবে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) তারুণ্যের উৎসবের জন্য জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট তারুণ্যের উৎসবের থিম বিবেচনায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫ বিভাগীয় পর্যায়ে গ্লোবাল সিটিজেন সংক্রান্ত সেমিনার/প্রশিক্ষণ, জেলাপর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার এবং উপজেলা পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ৩-১৪ আগস্ট তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ প্রতিটি বিদ্যালয়ে খুদে ডাক্তার, কাব শিশু ও আগ্রহী শিক্ষার্থী দ্বারা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইনের আয়োজন করবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ আয়োজন করবে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) অক্টোবর ২০২৫-এ তারুণ্যের উৎসবের থিম বিবেচনায় উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করবে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ১৫-২২ নভেম্বর ২০২৫ কার্যকর সাক্ষরতা ও ব্যবহারিক কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ (প্রাক-বৃত্তিমূলক পর্যায়)-এর উদ্বোধন এবং সকল বিভাগীয় শহরে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপন করবে।

এই উৎসবে তরুণদের শুধু অংশগ্রহণকারী হিসেবে নয়, বরং উদ্যোক্তা, সংগঠক ও ভাবনায় নেতৃত্বদানকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে। নতুন বাংলাদেশ গড়তে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ একটি সময়োপযোগী ও দূরদর্শী উদ্যোগ, যা তরুণ সমাজকে দেশের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এটি শুধু একটি উৎসব নয়, এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা, যেখানে তরুণরাই হবে নেতৃত্বের কাণ্ডারি।

যে জাতি তার তরুণদের মর্যাদা দেয়, তাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগায়, সে জাতির উন্নয়ন ঠেকানো যায় না। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি স্বপ্নময় বাংলাদেশের, তরুণদের হাত ধরে, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপ নিবে। জয় হোক তারুণ্যের।

আজকের শিশু আগামী দিনের তরুণ

মোঃ রনি
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

শিশুর মাঝেই নিহিত আছে ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' স্লোগানে পালিত হওয়া তারুণ্যের উৎসবকে স্থায়ী ও টেকসই করতে চাইলে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে শিশুর দিকে, তার সকল সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দেওয়ার দিকে। আজকের শিশুকে গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতের উপযোগী করে। সেজন্য একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ তাকে অর্জন করাতে হবে।

শিশু যাতে সমালোচনামূলক চিন্তা (Critical Thinking) করতে শিখে। এর মাধ্যমে সমস্যা বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষমতা অর্জন করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তির প্রয়োগ করে। শিশু যাতে সৃজনশীল (Creative) হয়। উদ্ভাবনী চিন্তার মাধ্যমে নতুন ধারণা তৈরি, সমস্যা সমাধানে অভিনব উপায় আবিষ্কার করতে পারে।

যোগাযোগ দক্ষতা (Communication) একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। শিশুরা যাতে কথা ও লেখার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করতে পারে, শ্রোতার উপযোগী করে নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে পারে সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। শিশুরা যাতে সহযোগিতা ও দলবদ্ধ কাজের দক্ষতা (Collaboration) অর্জন করে অন্যদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। আর সেই কাজ করতে গিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা বজায় রাখে।

ভবিষ্যতের জন্য শিশুদের তৈরি করতে হলে তাদের ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital Literacy) অর্জন অপরিহার্য। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা ছাড়া তারা ভবিষ্যতের উপযোগী হবে না। সেক্ষেত্রে যেন তারা প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারে এবং সেই সাথে ডিজিটাল নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ থাকে সেই দক্ষতাও বৃদ্ধি করতে হবে। এরই সাথে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি প্রয়োজনীয় দক্ষতা হলো তথ্য ও মিডিয়া সাক্ষরতা (Information & Media Literacy) যার অর্থ তথ্য যাচাই করার ক্ষমতা, ভুয়া খবর ও গুজব চিনে নেওয়ার দক্ষতা।

শিশুদের মাঝে জীবনব্যাপী শিখনের (Lifelong Learning) মানসিকতা তৈরি করতে হবে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ যাতে তাদের জীবনব্যাপী থাকে, তারা যাতে ক্রমাগত অত্মোন্নয়নে উৎসাহী হয়। শিশুর মাঝে নেতৃত্বের (leadership) গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে। সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখা এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা তাদের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নেতৃত্বদানে উপযোগী করে তুলবে। শিশুদের মাঝে আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা (Global & Cultural Awareness) বাড়াতে হবে যাতে তারা বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। সেই সাথে তাদের মাঝে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব ও সহাবস্থানের চেতনা তৈরি হয়। এতসব দক্ষতার সাথে আরো লাগবে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (Emotional Intelligence)| নিজের আবেগ বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারা। অন্যের আবেগ অনুধাবন করা ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে পারা।

শিশুকে তৈরি করতে হবে অনুসন্ধিৎসু করে। সে শিখবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে। সে সমস্যা চিহ্নিত করতে, অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধানের পথ আবিষ্কার করতে শিখবে। তাই তাকে সমাধান করে না দিয়ে কীভাবে সমাধান করতে হয় তা শেখাতে হবে।

শিশু বলতে চায়, তাকে বলতে দিতে হবে। শিশু নিজে সমাধান করতে চায়, তাকে সেই সুযোগ দিতে হবে। শিশুর মনে অনেক প্রশ্ন, সে প্রশ্ন করতে চায়, তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। সে যাতে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতে পারে, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ভীতিকর পরিবেশ শিশুর শিখনের উপযোগী নয়। শিশু যাতে শ্রেণিকক্ষে নিরাপদ বোধ করে, সেরকম পরিবেশ তৈরি করা শিক্ষকের কাজ। মনে রাখতে হবে আজকের শিশুই আগামীর তরুণ যারা ভবিষ্যৎ দেশ ও পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে।

বিশ্ব নাগরিক গঠনে তারুণ্য

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

আজকের পৃথিবী যেন এক অনন্ত বৈশ্বিক গ্রামে রূপ নিয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমারেখা ম্লান হয়ে মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সেতুবন্ধনে আবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্ব নাগরিক বা Global Citizenship এক অনিবার্য ও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ধারণায় পরিণত হয়েছে। বিশ্ব নাগরিকত্ব মানে কেবল নিজের দেশ বা সমাজের প্রতি দায়িত্ব নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর প্রতি মানবিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগ্রত করা। আর এই মহৎ প্রয়াসে তারুণ্যই হয়ে উঠতে পারে পরিবর্তনের দীপশিখা, শক্তি ও সম্ভাবনার উজ্জ্বল প্রতীক।

তারুণ্য হচ্ছে উদ্যম, শক্তি ও সৃজনশীলতার প্রতীক। তরুণ সমাজ পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে পারে, কারণ তাদের মধ্যে নতুন ধারণা গ্রহণ করার মানসিকতা বেশি এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সাহসও প্রবল। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার (GCED) মূল থিমগুলো- টেকসই সমাজ বিনির্মাণ, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার, টেকসই উন্নয়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, সহমর্মিতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা, পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা, সমস্যা সমাধান দক্ষতা, সহনশীলতা, কার্যকর যোগাযোগ ইত্যাদি- তরুণদের মধ্যে এই দিকগুলো জাগ্রত করলে তারা একটি ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই বিশ্ব সমাজ গড়তে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে।

তারুণ্যের শক্তি কাজে লাগিয়ে সামাজিক অসাম্য, বৈষম্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, তরুণ প্রজন্ম যদি মানবাধিকার ও লিঙ্গসমতার শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে তারা পরিবার থেকে সমাজ পর্যন্ত ন্যায়ভিত্তিক আচরণের প্রচলন করতে পারবে। একইভাবে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা গড়ে তুলে তরুণরা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সংকটে নেতৃত্ব দিতে পারে।

বিশ্ব নাগরিকত্ব গঠনে তারুণ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ঐক্য ও একীভূততা। তরুণ সমাজ যদি ভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তবে তারা সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারবে। পাশাপাশি কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান ও নেতৃত্বদানের দক্ষতা অর্জন করলে তারা বৈশ্বিক সমস্যার টেকসই সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের একটি বড় অংশ হলো শিশু-কিশোর, তাই তাদেরকে যদি ছোটবেলা থেকেই বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষায় সজ্জিত করা যায়, তবে তারা শুধু দেশের ভেতরেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এজন্য জাতীয় পাঠ্যক্রমে বিশ্ব নাগরিকত্বের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীরা সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার, পরিবেশ সচেতনতা ও বৈশ্বিক দায়িত্ববোধ অর্জন করতে পারে।

ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব নাগরিক শিক্ষায় তিনটি ডোমেইনের প্রতিটিতে দুইটি করে শিখনফল রয়েছে এবং ৩টি করে বিবেচ্য বিষয় রয়েছে:

১. বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive)

ক. শিক্ষার্থীরা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অবগত হবে এবং বিভিন্ন দেশ ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে।

খ. শিক্ষার্থীরা জটিল ও বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতা লাভ করবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ডোমেইনের বিবেচ্য বিষয়

ক. Local, national and global issues, governance systems and structures (স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক সমম্যা শাসনব্যবস্থা ও কাঠামো)

খ. Issues affecting interaction and connectedness of communities at local, national and global levels (যেসব সমস্যা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তজার্তিক পর্যায়ে সমন্বয়কে প্রভাবিত করে)

গ. Underlying assumptions and power dynamics (অন্তর্নিহিত ধারণা ও ক্ষমতার প্রবাহ)

২. সামাজিক-আবেগীয় (Socio-emotional)

ক. শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে তাদের মধ্যে একে অপরের জন্য ত্যাগ ও দায়িত্বশীলতা তৈরি হয়।

খ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সংহতি ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে যাতে তারা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যেকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করবে।

সামাজিক-আবেগীয় ডোমেইনের বিবেচ্য বিষয়

ক. Different levels of identity (বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয়)

খ. Different communities people belong to and how these are connected (বিভিন্ন দলের জনগণ কীভাবে একসাথে থাকে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক)

গ. Difference and respect for diversity (বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যর প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা)

৩. আচরণগত (Behavioral)

ক. শিক্ষার্থীরা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্ব গড়ার জন্য কার্যকর ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে।

খ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা ও প্রেষণা জন্মলাভ করবে।

আচরণগত ডোমেইনের বিবেচ্য বিষয়

ক. Actions that can be taken individually and collectively (ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ)

খ. Ethically responsible behaviour (নৈতিক দায়শীলতা)

গ. Getting engaged and taking action (সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত হওয়া)

প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অর্জন যোগ্য যোগ্যতা সমূহের সঙ্গে বিশ্বনাগরিকত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোকে সম্পৃক্ততা

উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা যেভাবে বিশ্বনাগরিকত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে,

বাংলা:

বাংলা বিষয়ে চিত্র ও ছকসহ বর্ণনামূলক ও তথ্যবহুল লেখা পাঠের মাধ্যমে বিষয়বস্তু অনুধাবন করা) GCED সুসংহত করা যাবে এভাবে, 'এই দক্ষতা চিত্র ও ছকসহ বর্ণনামূলক ও তথ্যবহুল লেখা অনুধাবনের ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে, একইসঙ্গে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষাকেও উৎসাহিত করে।' এই দক্ষতাটি GCED-এর সঙ্গে অর্জনের লক্ষ্যে যে কার্যক্রম যুক্ত করা যায়, যেমন:

'একটি নির্দিষ্ট দেশের একটি সাংস্কৃতিক উৎসব সম্পর্কে একটি বর্ণনামূলক লেখা খুঁজে বের কর এবং বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক উৎসবের তুলনামূলক একটি ছক তৈরি কর, যেখানে ঐতিহ্য, খাবার ও উৎসব আয়োজনের মতো উপাদানগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা একটি বর্ণনামূলক লেখা পড়বে এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেটি ছকের উপযুক্ত সারিতে মেলাতে চেষ্টা করবে।'

৪র্থ শ্রেণির সংগৃহীত তথ্য ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা)-এই দক্ষতাকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে:
'এই দক্ষতা শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে উৎসাহ দেবে এবং তারা গ্রাফের মাধ্যমে পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারবে।' যে কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে, 'UNICEF বা WHO-এর মতো বিশ্বস্ত উৎস থেকে পরিষ্কার পানির প্রবেশাধিকার বা টিকাদান হার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করো এবং তা বিশ্লেষণ করে গ্রাফ তৈরি করো, যাতে এই সমস্যার বৈশ্বিক প্রভাব দৃশ্যমান হয়।'
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-(৪.১: আগ্রহ সহকারে এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা)
এই দক্ষতা বৈশ্বিক নাগরিকত্ব ধারণাকে গুরুত্ব দেয় এবং এশিয়ার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মূল্যায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে। শিক্ষার্থীরা বুঝবে কীভাবে এশিয়ার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিবেশ বিশ্বের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।
কার্যক্রম:
* শিক্ষক এশিয়া মহাদেশের একটি বড় মানচিত্র এবং রঙিন মার্কার/স্টিকার দেবেন।
* শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (পর্বতমালা, নদী, মরুভূমি) ও সাংস্কৃতিক উপাদান (প্রাণী, স্থাপনা, খাবার) চিহ্নিত করে মানচিত্রটি সাজাবে।

প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে GCED সংযুক্ত অর্জনযোগ্য দক্ষতা ও সংযুক্তির ক্ষেত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	১-৫ শ্রেণির মোট অর্জনযোগ্য যোগ্যতা	সংযুক্ত অর্জনযোগ্য দক্ষতা ও পাঠদান কার্যক্রমের ক্ষেত্র	শতাংশ (%)
১	বাংলা ভাষা	১২৪	৩১	২৫
২	ইংরেজি ভাষা	১১৩	৩০	২৬.৫৪
৩	গণিত	৮৬	২৭	৩১.৩৯
৪	প্রাথমিক বিজ্ঞান	৬২	২৫	৪০.৩২
৫	সমাজ বিজ্ঞান	৮৯	৪৭	৫২.৮০
৬	ইসলাম ধর্ম	৪৩	২১	৪৮.৮৩
৭	হিন্দুধর্ম	২০	১০	৫০
৮	খ্রিষ্টধর্ম	৩৪	১৪	৪১.১৭
৯	বৌদ্ধধর্ম	৪১	১৮	৪৩.৯০
১০	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	৯৪	২৮	২৯.৭৮
১১	শিল্পকলা	২০	১০	৫০
	মোট	৭২৬	২৬১	৩৬

বিশ্ব নাগরিকত্ব গঠনে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতের চালিকা শক্তি। তাদের মধ্যে যদি সঠিক মূল্যবোধ, সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা গড়ে তোলা যায়, তবে তারা হয়ে উঠবে শান্তি, ঐক্য, মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন ও বৈশ্বিক সম্প্রীতির দূত। আজকের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাত ধরেই আগামী দিনে গড়ে উঠবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, সহমর্মী ও টেকসই বিশ্ব সমাজ।

প্রাথমিক শিক্ষায় 'তারুণ্যের উৎসব'

ফয়েজুন্নেসা মিলি
শিক্ষক, এয়াকুবদন্ডী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম

"আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে
আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই
হাসি আর গানে ভরে থাক, সব শিশুর অন্তর
প্রতিটি শিশু মানুষ হোক, আলোর ঝর্ণাধারায়।
শিশুর আনন্দ মেলায়, স্বর্গ নেমে আসুক।"

নকিব খানের গানের এই কথাগুলো প্রত্যেক শিক্ষকের মনের কথা। আর এই 'শিশু স্বর্গ' নির্মাণের নেপথ্যে কাজ করে প্রাথমিকের শিক্ষকরা। একটি শিশুর ভিত্তি নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো প্রাথমিক স্তর। এই স্তরের লক্ষ্যই হলো 'শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের দেশপ্রেম, বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।'
আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে শিক্ষার্থীদের বিকাশের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। 'তারুণ্যের উৎসব' এমনই এক উদ্যোগ যা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, অংশগ্রহণমূলক মানসিকতা, দেশপ্রেম, বিজ্ঞানমনস্কতায় উজ্জীবিত করা ও আনন্দঘন পরিবেশে শিশুর শেখার সুযোগ সৃষ্টি করে।
'তারুণ্যের উৎসব' হলো এমন একটি আয়োজন যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পায়। এখানে থাকে চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত, রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মেলা, কুইজ ইত্যাদি। এ ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

সবুজ বিদ্যালয়, আমার স্কুল পরিচ্ছন্ন স্কুল, স্বাস্থ্য ক্যাম্পেইন এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে দলগত কাজের চর্চা গড়ে ওঠে, সহমর্মিতা শেখায়, বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের গাইড হিসাবে পাশে থাকেন। আবার অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিকাশে সরাসরি অংশ নিতে পারেন।
'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই।'- এই শ্লোগানের মাধ্যমে শিশুরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা জানে এবং শেখে দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশের জন্য কাজ করতে হবে। আর দেশকে ভালোবাসার ও আত্মত্যাগের কোনো বয়স নেই। যেকোনো বয়সে দেশকে ভালোবেসে কাজ করা যায়।

এই উৎসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে তারা জাতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। এছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণে তারুণ্যের উৎসব একটি বৃহৎ মিলনমেলা, যা শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সংযোগ স্থাপন করে।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইঃ পরিবেশ সচেতনতা

আল ফয়সাল বিন কাশেম কানন
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

বলা হয়ে থাকে, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক ও নৈতিক বিকাশে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জীবনের প্রাথমিক ধাপেই গড়ে ওঠে তাদের চিন্তাভাবনা, আচরণ ও মূল্যবোধের বুনিয়াদ। শিক্ষাকে শুধু বইয়ের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি প্রকৃতি, পরিবেশ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়, তবে তা শিশুদেরকে দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ সচেতনতা: প্রেক্ষাপট

পরিবেশ সচেতনতা বলতে বোঝায় মানুষের চারপাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, তা রক্ষা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং ইতিবাচক মনোভাব ও আচরণ গড়ে তোলা। প্রাকৃতিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদানের দেশ হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশ আজ এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশের ভবিষ্যৎ তথা শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই পরিবেশ-সচেতনতা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো সেই ক্ষেত্র যেখানে শিশুদের কচি মনে পরিবেশ-সচেতনতার বীজ রোপণ করা যায়। পাঠ্যক্রমে পরিবেশ বিষয়ক ধারণা ও নৈতিকতা সংযোজন করলে তারা ছোট থেকেই প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসতে শিখবে এবং পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশ বিষয়ক বিষয়বস্তু, গল্প, কবিতা ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব।

শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ

পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট শিক্ষাদানকে বিশ্বজুড়েই একটি রূপান্তরমূলক হাতিয়ার বলে বিবেচনা করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশগত সচেতনতা, জ্ঞান এবং দায়িত্বশীল আচরণ গড়ে তোলা যায়। Belgrade Charter (1975) এবং UNESCO Tbilisi Declaration (1977) অনুযায়ী, এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অনুধাবন, প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া, SDG-4 (মানসম্পন্ন শিক্ষা) ও SDG-13 (জলবায়ু কর্মসূচি)-এর মতো বৈশ্বিক ঐকমত্যগুলো টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বকে তুলে ধরে। বাংলাদেশ ২০১৬ সালে প্যারিস চুক্তি অনুমোদন করেছে । ২০১৮ সালের জাতীয় পরিবেশ নীতিতে 'শিক্ষা ও জনসচেতনতা'-কে একটি মূল ক্ষেত্র হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার লক্ষ্য 'পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা'। এর আওতায় পুরো শিক্ষা জাতীয় পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে ২০২১-২০৩৬ সালের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলে সকল স্তরের পাঠ্যক্রমে পরিবেশ বিজ্ঞান ও টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২২ সালে ইউনেস্কোর গ্রিনিং এডুকেশন পার্টনারশিপ উদ্যোগে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৫০% বিদ্যালয়কে ২০৩০ সালের মধ্যে 'জলবায়ু সহনশীল করে প্রস্তুত' করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এই নীতিগত কাঠামো গুলা প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ বিষয়ের উপস্থিতির জন্য ভিত্তি গড়ে তোলে।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে পরিবেশ সচেতনতা ধারণার উপস্থাপন

পরিবেশ সচেতনতা ধারণাকে শিক্ষার মাধ্যমে সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক পাঠ্যক্রম সংস্কার করেছে। ২০১৩ সালের পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো তুলনামূলক সীমিত ছিল; এটি সাধারণত বিজ্ঞান বিষয়টিতে একটি একক অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১০-এর দশকে এনসিটিবি বিষয়বস্তু হালনাগাদ করতে শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলোতে (শ্রেণি ১-৫) পরিবেশ বিষয়বস্তু নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৩ সাল থেকে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ও পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২১ সালের জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোতে 'পরিবেশ ও জলবায়ু' নামে একটি নতুন শিক্ষার ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৫ সালের পাঠ্যবইগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে:

শ্রেণি	বিষয়	অধ্যায়/ পাঠ/Unit	বিষয়বস্তু
প্রথম শ্রেণি	আমার বই	অধ্যায় ৫	ছবির সাহায্যে গ্রাম ও শহরের পরিবেশ এবং তার বিভিন্ন উপাদান (পাহাড়, নদী, বন) উপস্থাপন: ঋতু বৈচিত্র্য দুর্যোগ ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা ইতাদি পরিচিতি
	আমার বাংলা বই	পাঠ ৪৪	ডাস্টবিনে ময়লা ফেলা প্রসঙ্গে সচেতনতা তৈরি
		পাঠ ৪৭	বিভিন্ন ঋতুতে বয়ে যাওয়া আবহাওয়া ভিন্নতার সাথে পরিচিতি
	English for today	Unit 4	Elements of different environmental settings (Village, City, Home, Classroom)
দ্বিতীয় শ্রেণি	আমার বাংলা বই	পাঠ ১৮	গ্রাম ও শহরের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের বিবরণ চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক সহ বিভিন্ন স্থানে থাকা পশু পাখির বিবরণ
		পাঠ ২১	ষড়ঋতুর বৈশিষ্ট্য
	English for today	Unit 5	How does a plant grow?
		Unit 9	Animals and birds (their living places, food and other aspects)
তৃতীয় শ্রেণি	আমার বাংলা বই	পাঠ ২	চার পাশের পরিবেশ পরিচিতি
		পাঠ ৩	কলার খোসা, বিস্কুটের প্যাকেটসহ বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট অংশ যত্রতত্র না ফেলে নিদিষ্ট ময়লার জুড়িতে ফেলার বিষয়ে আলোচনা, যেখানে সেখানে থুথু না ফেলার পরামর্শ
		পাঠ ১৩	গ্রামীণ পরিবেশের বিরণ
		পাঠ ১৪	নদী কেন্দ্রিক পরিবেশ: পলিথিনসহ নানান ময়লা আবর্জনা পানিতে ফেলার ক্ষতি নদীদূষণের কারণ ও তা নিরসনের উপায়
	English for today	Unit 7	Water pollution: reasons and consequences; Ways to prevent them
	প্রাথমিক বিজ্ঞান	অধ্যায় ৭	পানির উৎস সমূহে পানির অপচয় ও দূষণ, পুকুর ও নদীর পানিকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানোর উপায়
		অধ্যায় ৮	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মাটির গুরুত্ব
চতুর্থ শ্রেণি	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	অধ্যায় ১	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব
		অধ্যায় ৭	নিকট পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা
		অধ্যায় ১৩	বন্যা, ভূমিকম্পের মতো জরুরি অবস্থায় করণীয়
	আমার বাংলা বই	অধ্যায় ১	বাংলাদেশর ঋতুবৈচিত্র্য
	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	অধ্যায় ১	প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রকৃতির পারস্পরিক প্রভাব
		অধ্যায় ১১	বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্থানীয় পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়
		অধ্যায় ১২	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, আগুনসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় উপায়
	প্রাথমিক বিজ্ঞান	অধ্যায় ১	জীব ও পরিবেশের আন্তঃ সম্পর্ক, পরিবেশের পরিবর্তনের কারণ ও তার প্রভাব
		অধ্যায় ৩	মাটি দূষণের কারণ, ফলাফল ও সংরক্ষণে করণীয়
		অধ্যায় ৭	প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশর তার প্রভাব
		অধ্যায় ১০	আবহাওয়ার উপাদান, আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণ আমাদের জীবনে আবহাওয়ার, প্রভাব বাংলাদেশ জলবায়ু
		অধ্যায় ১৩	পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
পঞ্চম শ্রেণি	English for today	Unit 24	Cyclone Aila (2008) and its impact on life
	প্রাথমিক বিজ্ঞান	অধ্যায় ১	পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সর্ম্পক
		অধ্যায় ২	পরিবেশ দূষণের উৎস- কারণ ও প্রভাব পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়
		অধ্যায় ১১	পরিবেশ ও জলবায়ুর মধ্যকার সম্পর্ক, বিভিন্ন উপদান বিরূপ আবহাওয়ার ধরন
		অধ্যায় ১২	বৈশ্বিক, গ্রিনহাউজ প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় করণীয়
	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	অধ্যায় ৬	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব (নদীভাঙন, খরা, ভূমিকম্প) দুর্যোগ মোকারবলায় করণীয়

গ্রিন হাউজ প্রভাব

ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

পরিচ্ছন্নতা

বৃক্ষরোপণ

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার বৈচিত্র্য, গাছপালা ও পশুপাখির বাসস্থান, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধারণা উঠে এসেছে বিভিন্ন পাঠে । চিত্র ও গল্পের মাধ্যমে 'ডাস্টবিনে ময়লা ফেলা', 'প্লাস্টিক দূষণ'ও 'গাছ লাগানো' ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি জল, মাটি ও বায়ুর দূষণ, এর কারণ ও প্রভাব, নদীভাঙন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। পাঠ্যসূচিতে 'নদী দূষণ', 'প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ' ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা" বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, গ্রিনহাউস প্রভাব এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। পরিবেশের এই বহুমাত্রিক উপাদানগুলো শুধু বিজ্ঞান বইতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা, সামাজিক বিজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যবইগুলোতেও পরিবেশ-সম্পর্কিত ধারণাগুলোকে গল্প, উপমা ও উপদেশের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, পাঠ্যবইয়ে সরাসরি পাঠ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট ছোট পরীক্ষা, চিত্রায়ণ, বাস্তব জীবনের উদাহরণ এবং গ্রামীণ-নগর পরিবেশের তুলনা করে শেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) ও জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৩)-তে যে পরিবেশ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, সেই নীতির সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের সামঞ্জস্য আরও দৃঢ় করা গেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টেকসই জীবনযাত্রার মূল্যবোধ গড়ে তোলার কাজ আরও শক্তিশালী হবে। ফলে পরিবেশ শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে শিশুদের চিন্তাধারা ও আচরণেও গভীরভাবে প্রোথিত হতে পারবে, যা একটি পরিবেশ-সচেতন প্রজন্ম গঠনে কার্যকর অবদান রাখবে।

তাই, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশ বিষয়ক বিষয়বস্তুগুলো শিশুদের পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে ও দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। প্রাথমিক স্তরেই পরিবেশ-সচেতন নাগরিক তৈরি করার এ প্রয়াস, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করবে।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইঃ সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ

মোঃ মাহমুদুল হাসান
সহাকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাসের জন্য কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করা আবশ্যক, যা সামাজিক শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তি রচনা করে। এই সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং পরবর্তীতে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত। প্রাথমিক শিক্ষা হলো একটি শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের প্রথম ধাপ, যেখানে তার চারিত্রিক গঠন ও মূল্যবোধের বীজ রোপণ করা হয়। এ পর্যায়ের পাঠ্যবই ও পাঠ্যক্রমে সামাজিক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য কিছু নীতি ও আদর্শ। যেমন: বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথিদের প্রতি সম্মান জানানো, ছোটদের স্নেহ করা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

শিশুদের চারিত্রিক গঠন ও ভবিষ্যৎ নাগরিক রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক গুণাবলি বিকাশে পাঠ্যবইয়ের ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২১-তে সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতায় প্রশ্ন দেখা দেয়-শিশুরা কি এসব মূল্যবোধ আত্মস্থ করতে পারছে? বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষায় মূল্যবোধ সংযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে কীভাবে সামাজিক মূল্যবোধ শেখানো হচ্ছে এবং আরও কীভাবে তা উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও সুপারিশ এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত সামাজিক মূল্যবোধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষার সুযোগ ২০২৫ সালে এনসিটিবি (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) কর্তৃক প্রকাশিত প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইসমূহে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। নিচে শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যবই অনুযায়ী পাঠ ও সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধগুলো তুলে ধরা হলো:

প্রাক-প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে: ভদ্রতা, ভাগাভাগি ও নম্রতা শেখানো হয় খেলাধুলা ও গ্রুপ এক্টিভিটির মাধ্যমে (বিশেষত সূচনা পাঠ্যক্রমে)। গান ও ছড়ার মাধ্যমে-"একসাথে খেলো, সবাই হাসো"-সহযোগিতা ও সম্মানস্বরূপ আচরণে উৎসাহ দেওয়া হয়।

প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ের 'বাঘ ও রাখাল' গল্পে মিথ্যা বলার অপকারিতা ও নেতিবাচক দিক তুলে দরে সত্য বলতে উৎসাহিত করা হয়েছে। 'পিঁপড়া ও পায়রা' গল্পে একে অপরের বিপদে সাহায্য ও সহযোগিতা বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির ' জলপরি ও কাঠুরে' গল্পে সত্য কথা বলা ও এর ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। 'সিংহ ও ইঁদুরছানা' গল্পে কাওকে অবহেলা না করার বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'ব্যাঙের সাজা' গল্পে গুজব ছরিয়ে শান্তি নষ্ট না করা বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। 'আমাদের গ্রাম' কবিতায় সহমর্মিতা ও সকলে মিলে মিশে থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞান বই-এ পানির ব্যবহার ও এর গুরুত্ব এবং অপব্যবহার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বই-এ 'আমরা সবাই মানুষ', 'নৈতিক ও মানবিক গুণ' পাঠে মূল্যবোধের বিভিন্ন উপাদান তুলে ধরা হয়েছে। ধর্ম শিক্ষা বই-এ চরিত্র গঠনে সহিষ্ণুতা, সততা, ন্যায়পরায়নতা, দয়া ও আন্তরিকতার বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাঁথা' এবং পঞ্চম শ্রেণির বই-এ 'বীরের রক্তে স্বাধীন এই দেশ' দেশ প্রেমের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ' শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' পাঠে শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে 'আমাদের পরিবেশ ও সমাজ' পাঠে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও নাগরিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞান বইয়ে 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা' পরিবেশ দূষণ, 'প্রাকৃতিক সম্পদ' প্রভৃতি পাঠে পরিবেশ সচেতনতা ও সংরক্ষণ-সদ্ব্যবহার মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে।

এছাড়াও সার্বিকভাবে পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা বিষয়ক গল্প ও কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, 'সততার পুরস্কার', 'সাহসী খোকা' ইত্যাদি গল্প শিশুদের নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা দেয়। ছড়া ও গানের মাধ্যমেও শিশুদের সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শেখানো যায়। যেমন, 'আমাদের গ্রাম', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ইত্যাদি ছড়া ও গানের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ধারণা দেওয়া হয়। চিত্রাঙ্কন ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুরা পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে এবং অন্যের মতামতকে সম্মান করতে শেখে।

শিশু হলো সম্ভাবনার শিখা, যেখানে সুপ্ত থাকে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব, মননশীলতা ও মানবিকতার বীজ। এই সুপ্ত প্রতিভাবানদের ভিত রচিত হয় শৈশবেই-বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে। সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা একজন শিশুর পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য অপরিহার্য। প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে এর অন্তর্ভুক্তি প্রশংসনীয় হলেও আরও উদ্ভাবনী ও বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ-তিনটির সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই শিশুর নৈতিক বিকাশ সম্ভব। একজন সৎ, দায়িত্ববান ও মানবিক নাগরিক গঠনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা নিশ্চিত করতেই হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইঃ উদ্ভাবনী চিন্তা ও নেতৃত্ব

মোছাঃ জাকিয়া জান্নাত
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের ভিতরে লুকায়িত থাকে অপার সম্ভাবনা। তাদের মনে সব সময় নানান কৌতূহল হাতছানি দিতে থাকে। তাদের কল্পনা শক্তিকে স্বনির্ভর করতে ও চিন্তার খোরাক জোগাতে তাদেরকে সাহায্য করে বাবা-মা, পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও পাঠ্যবই। পাঠ্যবই শিশুর চিন্তার জগতকে আরও সমৃদ্ধ করে এবং তার কল্পনার জগতকে সুপ্রশস্ত করে। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইগুলোর বিভিন্ন পাঠে শিশুদের উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটাতে ও শিশুরা যাতে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

শিশুরা যখন নতুন কিছু ভাবে বা কোনো সমস্যার সমাধান নতুন উপায়ে করার চেষ্টা করে তখন সেটাকে বলে তার উদ্ভাবনী চিন্তা। উদ্ভাবনী চিন্তা যেমন একজন শিশুকে সৃজনশীল করে তোলে তেমনি তার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ হওয়ার দিকেও ধাবিত করে। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই শিশুদের সেই উদ্ভাবনী চিন্তা ও নেতৃত্ব গুণ বিকাশের সহায়ক বলে মনে করি। আমরা যদি প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ের পাঠগুলোর দিকে তাকাই তাহলে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবো। যেমন "ফুলে ইচ্ছামতো রং করি" (পৃষ্ঠা ৫৮, আমার বাংলা বই, প্রথম শ্রেণি) এই অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু তার মনের ভেতরের কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তুলতে পারবে, বিভিন্ন রং করার পর শিশু বুঝতে পারবে কোন রংগুলো বেশি আকর্ষণীয় লাগছে এবং কোন রংগুলো আকর্ষণীয় লাগছে না। এভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর ভেতরে
উদ্ভাবনের চিন্তা জাগ্রত হবে এবং তার কল্পনা শক্তি প্রকট হবে।

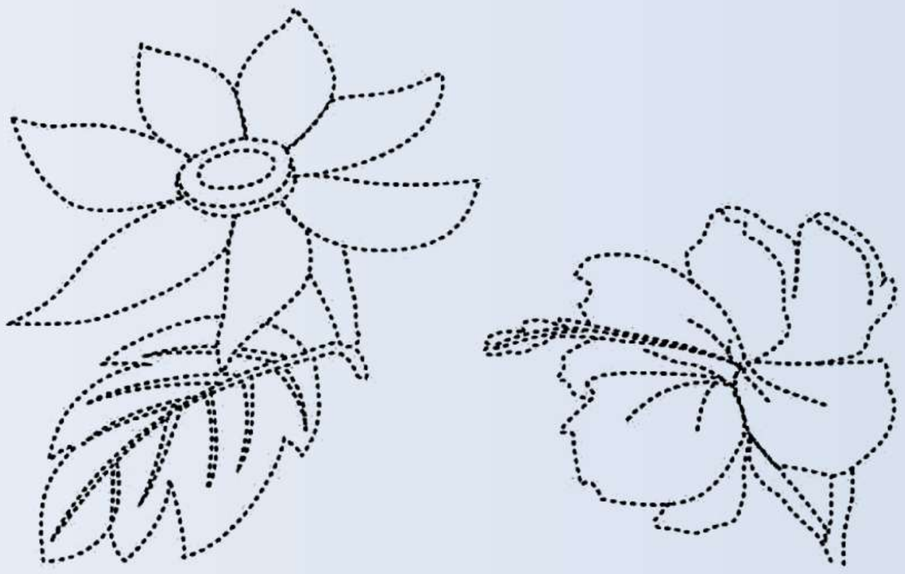

ছবি: প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'ইচ্ছা মত রঙ করি'

অন্য আরেকটি উদাহরণ যদি দেখি তাহলে দেখব 'শব্দ নিয়ে খেলা' (পৃষ্ঠা ৭৯ ,আমার বাংলা বই, প্রথম শ্রেণি), এই অংশটকুতে শিশুর উদ্ভাবনীর শক্তি তো বাড়বেই সেই সাথে শব্দের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। তারা নতুন নতুন শব্দ শিখতে পারবে এবং নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা শিখবে। শুধু বাংলা বিষয়ের পাঠ্যবই যে এই উদ্ভাবনী চিন্তার খোরাক যোগায় তা-ই নয়, অন্যান্য পাঠ্যবই যেমন গণিত ও ইংরেজি বইও এর ব্যতিক্রম নয়। যদি আমরা ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের দিকে তাকাই কিছু অনুশীলনের কাজ যেমনঃ Letter craft : 'See the picture and make your own fun word' (page 44, English for today : class: one)। এই পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুরা নতুন করে "ফান ওয়ার্ড" তৈরি করার ধারণা পাবে। এবং তাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের মতো করে একটি ফান ওয়ার্ড তৈরি করতে পারবে।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় শ্রেনির পাঠ্যবইয়ে এরকম অসংখ্য অনুশীলন রয়েছে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব গুণকে জাগ্রত করার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের বিভিন্ন অনুশীলন আমরা দেখতে পাই যেমন দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি। এই পাঠগুলো চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব গুণ অর্জন করতে পারবে। জীবনের চলার পথে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে তারা নেতৃত্ব দিতে শিখবে। নেতৃত্ব গুণকে উজ্জীবিত করতে পাঠ্যবইয়ের কিছু অনুশীলন বেশ সহায়ক। যেমন, "হযরত আবু বকর (রা)" (পৃষ্ঠা ৭২, আমার বাংলা বই, তৃতীয় শ্রেণি)। এই পাঠের মাধ্যমে শিশুরা আবু বকর (রা)-এর জীবনী জানতে পারবে এবং তার নেতৃত্ব গুণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। আবু বকর (রা) তার জীবদ্দশায় অধস্তন মানুষদের সাথে কীরূপ আচরণ করতেন, কীভাবে সকলকে সম্মান করতেন, আদর্শ নেতা হিসেবে তিনি কীভাবে জীবনযাপন করতেন তা জানতে পারবে এবং তার জীবনী থেকে নেতৃত্ব গুণ লাভের শিক্ষা অর্জন করবে। আমরা যদি আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি তাহলে দেখব "আদর্শ ছেলে" কবিতাটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভেতরে একই সাথে নেতৃত্ব গুণ এবং উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত হবে। তারা বুঝতে শিখবে আদর্শ ছেলের জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত। একজন আদর্শ ছেলে বা মেয়ে হতে হলে তাকে কীভাবে কাজ করতে হবে। কোনো বিপদে তাকে ভয় পেলে চলবে না, তাকে সবার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার্থীরা যদি এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে তাহলে এই শিক্ষাগুলোই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে সমৃদ্ধ করবে।

একজন শিক্ষক পারেন শিক্ষার্থীর ভিতরের সুপ্ত ধারণাগুলোকে সমৃদ্ধ আকার দিতে। একজন আদর্শ শিক্ষক শুধুমাত্র বইয়ের যে পাঠ আছে তাই পড়ান না, তিনি সেই পাঠকে শিশুর বাস্তব জীবন উপযোগী করে উপস্থাপন করে থাকেন। যাতে শিশুরা উক্ত পাঠটি নিজের ভিতরে ধারণ করতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিটি পাঠ্যবই উদ্ভাবনী শক্তি এবং নেতৃত্ব গুণ বিকাশের জন্য যথেষ্ট সহায়ক। আমরা যদি আরও কিছু উদাহরণ দেখি তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব, যেমন "আমাদের চার নেতা" (পৃষ্ঠা ২১, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তৃতীয় শ্রেণি), শিক্ষার্থীরা যখন চার নেতার জীবনী পড়বে তখন তারা জানতে পারবে দেশের ক্রান্তিলগ্নে এই চার নেতা কী ভূমিকা পালন করেছেন, কীভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ও সংকটাপন্ন সময়ে কীভাবে হাল ধরেছেন, এবং সকলের কল্যাণের কথা চিন্তা করে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

আরও দেখতে পাবো, "জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা" অনুশীলনে, (পৃষ্ঠা ১১০, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়), এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন বিপদের সময় সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, তেমনি বিপদের সময় কীভাবে অন্যজনকে সাহায্য করতে হয় এবং কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হয় তাও শিখতে পারবে।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে প্রত্যেকটি পাঠ শিশুদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে উজ্জীবিত করে ও নেতৃত্ব গুণকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখব, "শখের মৃৎশিল্প "(পৃষ্ঠা ৩৫, আমার বাংলা বই, পঞ্চম শ্রেণি), এছাড়াও আছে "দৈত্য ও জেলে" (পৃষ্ঠা ১১৫, আমার বাংলা বই, পঞ্চম শ্রেণি), এই পাঠগুলোতে শিশুর উদ্ভাবনী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। মাটি দিয়ে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বানানো যায়, তা শিশুরা জানবে। অনুরূপ অন্য উপকরণ দিয়েও তারা বানানোর চেষ্টা করবে। এই কাজগুলো শিশুর উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সেই সাথে শিশু যখন ' দৈত্য ও জেলের গল্প ' টি পড়বে তখন সে জেলের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাবে এবং বিপদে দিশেহারা না হয়ে কীভাবে বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া যায় তা শিখতে পারবে। এই পাঠ শিশুদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে সমৃদ্ধ করবে।

শুধুমাত্র বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বই যে শিশুদের উদ্ভাবনী শক্তি ও নেতৃত্ব গুণের বিকাশে সহায়ক তা কিন্তু নয়, বিজ্ঞান ও ইসলাম শিক্ষা বইতেও অসংখ্য পাঠ আছে যা শিক্ষার্থীর এই গুণগুলোকে বিকশিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন- মহানবী (স)-এর জীবনদর্শন (ইসলাম শিক্ষা, ৫ম শ্রেণি)। এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইসলামের জীবনদর্শন থেকে যেমন নৈতিক গুণাবলি অর্জন করার শিক্ষা পাবে। একইসাথে শিশুরা তার জীবন থেকে নেতৃত্ব গুণেরও শিক্ষা পাবে। মহানবী (সা:) একজন মহান নেতা ছিলেন; বিশ্বাস, সততা, উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের মন জয় করেছিলেন, তা জানতে পারবে এবং এই পাঠ থেকেও শিশুরা নেতৃত্ব গুণে উজ্জীবিত হবে।

আমরা যদি বিজ্ঞান বইয়ের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, বিজ্ঞান বই শিশুদের উদ্ভাবনী চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন-" শক্তির রূপান্তর " (পৃষ্ঠা ৩২, বিজ্ঞান বই, পঞ্চম শ্রেণি) বিজ্ঞান বইয়ের সকল পাঠ্যবই যেন শিশুর উদ্ভাবনী চিন্তাকে আরেক ধাপে নিয়ে যেতে পারে, উদাহরণ হিসেবে আমি শুধু শক্তির রূপান্তর পাঠটি ব্যবহার করছি, এই পাঠে শিশুরা শক্তির রূপান্তর সম্পর্কে জানতে পারবে; কীভাবে এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তর হয়; কীভাবে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে। এই পাঠ শিশুদের উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

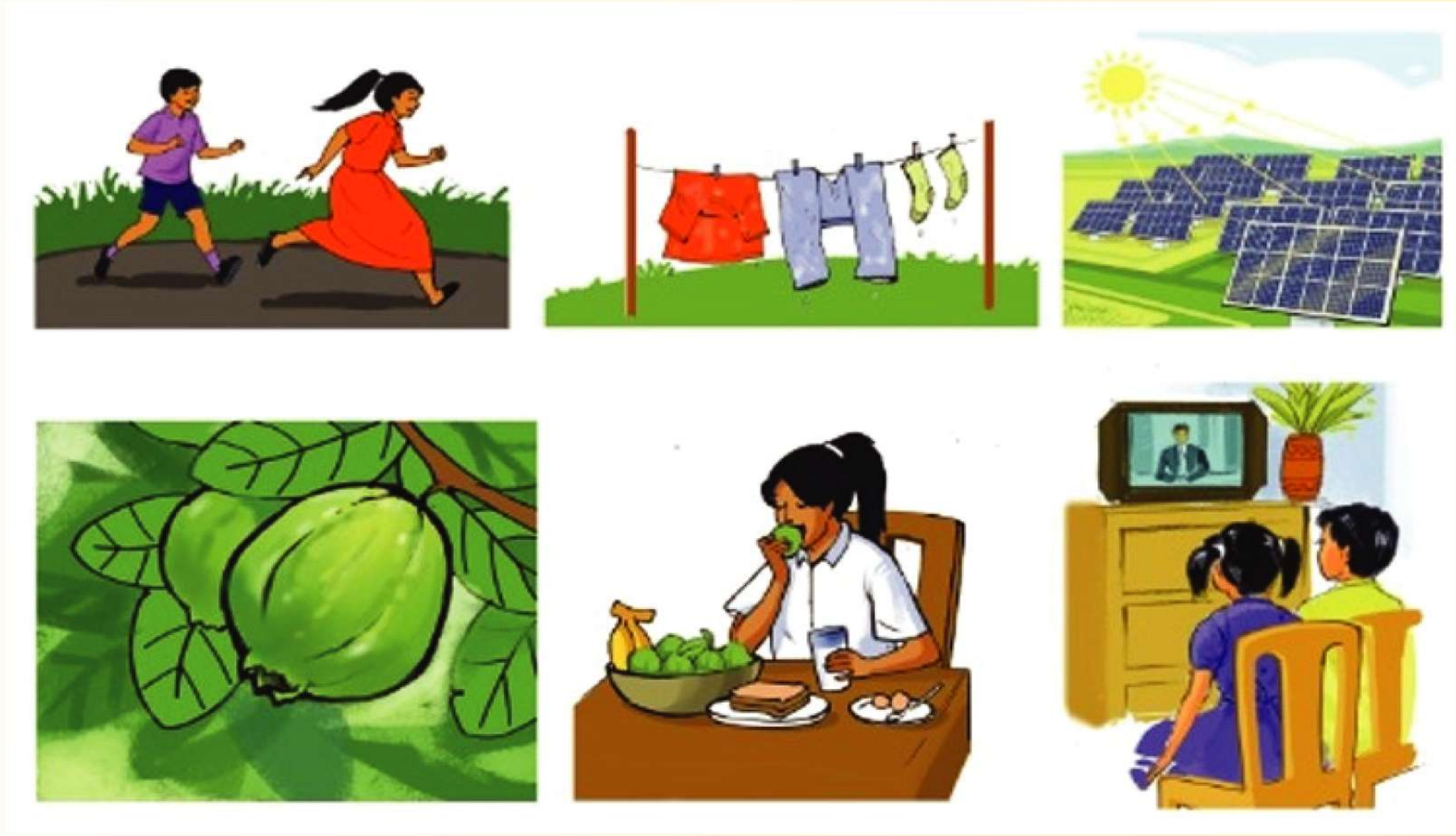

ছবি: পঞ্চম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ে শক্তির রূপান্তর নিয়ে উদ্ভাবনী চিন্তা-সংশ্লিষ্ট পাঠ

উদ্ভাবনী চিন্তার গুরুত্ব: উদ্ভাবনী চিন্তা মানুষকে একঘেয়ে ধারার বাইরে এসে নতুন কিছু চিন্তা করতে শেখায়। এতে সৃষ্টি হয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য ও সমাজে নতুন নতুন আবিষ্কার ও ধারণা। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ আবিষ্কার, ইন্টারনেট কিংবা মোবাইল ফোন; সবই উদ্ভাবনী চিন্তার ফল। শিক্ষাক্ষেত্রে, উদ্ভাবনী চিন্তা শিক্ষার্থীকে মুখস্থ বিদ্যা থেকে বের করে বিশ্লেষণাত্মক ও সমালোচনামূলক চিন্তায় দক্ষ করে তোলে। এটি কেবল তথ্য শেখায় না, বরং কীভাবে শিখতে হয় তা শেখায়।

নেতৃত্বের গুরুত্ব: নেতৃত্ব গুণ একজন মানুষকে কেবল নিজে ভালো করতে নয়, বরং অন্যদেরও সহযাত্রী হিসেবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। একজন দক্ষ নেতা সংকটে সাহস দেখায়, অন্যদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচক্ষণতা দেখায়। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, এমনকি বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম। একজন শিক্ষার্থী যখন নেতৃত্ব গুণ অর্জন করে, তখন সে স্কুলে সহপাঠীদের সহযোগিতা করে, দলে কাজ করতে শেখে, এবং সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

বর্তমান সময়ের শিক্ষাক্রমে উদ্ভাবনী চিন্তা ও নেতৃত্ব বিকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা আমরা উপরের আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারি। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ, উপস্থাপনা, জোড়ায় কাজ এবং সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুধু জ্ঞান নয়, বরং দক্ষতাও তৈরি হচ্ছে। ২১ শতকের চাহিদা অনুযায়ী, এমন শিক্ষাই ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারে।

উদ্ভাবনী চিন্তা ও নেতৃত্ব- এই দুই গুণ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। একজন চিন্তাশীল ও নেতৃত্ব গুণ-সম্পন্ন মানুষ নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জাতিকেও এগিয়ে নিতে পারে। তাই আমাদের শিক্ষা ও পরিবারে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে শিশুরা সাহসিকতা, কল্পনাশক্তি এবং দায়িত্বশীলতার মধ্যে বেড়ে উঠবে। ভবিষ্যৎ পৃথিবী গড়বে তারাই, যারা উদ্ভাবন করবে এবং নেতৃত্ব দেবে।

প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিংয়ের পাঠ হোক শৈশবের শিক্ষা

মেহেদী হাসান পলাশ
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ দূষণ একটি জ্বলন্ত সমস্যা, এবং এর মধ্যে প্লাস্টিক দূষণ একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় শৈশব থেকেই শিশুদের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জন এবং রিসাইক্লিংয়ের প্রতি সচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে পারি। তবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়বে একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ। এই প্রবন্ধে প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিংয়ের গুরুত্ব, প্রাথমিক শিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিং

প্লাস্টিক বর্জন জানার পূর্বেই আমাদের প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। প্লাস্টিক দূষণ হলো পরিবেশে অতিরিক্ত ও অব্যবস্থা পনায় ফেলা দেওয়া প্লাস্টিক বর্জ্যের দ্বারা সৃষ্ট দূষণ। এটি এমন একটি পরিবেশগত সমস্যা যা মাটি, জল, বায়ু এবং জীবজগৎকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। এ ধরনের প্লাস্টিক, পলিথিন এবং এগুলো হতে তৈরি করা দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করাকেই প্লাস্টিক বর্জন বলে। প্লাস্টিক বর্জন কমাতে পুনর্ব্যবহার, বিকল্প উপকরণ ব্যবহার (যেমন কাপড়ের ব্যাগ) এবং সচেতনতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ।
রিসাইক্লিং (Recycling) বা পুনর্ব্যবহার হলো - পরিত্যক্ত বস্তু বা বর্জ্য (যেমন: প্লাস্টিক, কাগজ, ধাতু) সংগ্রহ করে পুনরায় প্রক্রিয়াজাত করে নতুন পণ্য তৈরি করার প্রক্রিয়া।

রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে বর্জ্য হতে নানাবিধ উপকরণ তৈরি করা যায়

যেমন: নতুন বোতল, প্লাস্টিক চেয়ার, পিভিসি পাইপ, বিভিন্ন ধরনের উপকরণাদি ইত্যাদি।

প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা

প্লাস্টিক একটি অপচনশীল পদার্থ, যা প্রকৃতিতে শত শত বছর ধরে থেকে যায়। বাংলাদেশে প্রতিদিন হাজার হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টি হছে। এই বর্জ্য নালা-নর্দমা বন্ধ করে দেয়, জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং পরিবেশে দীর্ঘ সময় টিকে থেকে মাটি ও পানির মান নষ্ট করে। এছাড়া, প্লাস্টিকের মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে, যা ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

প্রাথমিক শিক্ষায় প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিং পাঠের গুরুত্ব

প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশুর মানসিক বিকাশের ভিত্তি। এই সময়ে শিশুরা নতুন ধারণা শিখতে এবং তাদের আচরণ গঠন করতে বেশি আগ্রহী হয়। প্লাস্টিক বর্জন এবং রিসাইক্লিংয়ের পাঠ শিশুদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে পারে। এই শিক্ষা তাদের শুধু প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করবে না, বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর উপায় শেখাবে।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিং সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ৩য় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ের 'আমাদের পরিবেশ' অধ্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব অংশে পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে সীমিত কিছু আলোচনা রয়েছে এবং ৪র্থ শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের 'প্রাকৃতিক সম্পদ ' অধ্যায়ে সম্পদের রিসাইকেল নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।
তবে, প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিংয়ের মতো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়নি। এই বিষয়টি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে স্থায়ী পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব। কেননা একজন মানুষ ছোটবেলায় যা শিখে, সেটি সারাজীবন সম্পদ হিসেবে থেকে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা হলো ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি। এই স্তরেই যদি শিশুদের শেখানো হয়-
প্লাস্টিক ও পলিথিন কোথায় ফেলতে হয়, কীভাবে পুনর্ব্যবহার করা যায়, ব্যবহার করা প্লাস্টিক দিয়ে খেলনা বা কারুশিল্প তৈরি করা, বিদ্যালয়ে আলাদা বর্জ্য বিন চালু করা, পরিবেশ দিবসে প্লাস্টিক-বিরোধী ও পরি"ছন্নতা কার্যক্রমসহ সচেতনতামূলক কাজ করা ইত্যাদি।
তাহলে শিশুরা বড় হয়ে পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রতিবন্ধকতা প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিংয়ের শিক্ষা বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে

যেমন - গ্রামীণ এলাকায় রিসাইক্লিং সুবিধার অভাব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি, অভিভাবক ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতার অভাব।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিংয়ের পাঠ অন্তর্ভুক্ত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. পাঠ্যপুস্তকে নতুন অধ্যায় সংযোজন: প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞান বিষয়ে "প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিং" শীর্ষক একটি পৃথক অধ্যায় যুক্ত করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে প্লাস্টিক দূষণের কারণ, প্রভাব এবং সমাধান সম্পর্কে সহজ ভাষায় আলোচনা করা যেতে পারে। শিশুদের বোঝানোর জন্য গল্প, ছবি এবং চিত্রকাহিনীর ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গল্পের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে কীভাবে একটি শিশু তার গ্রামে প্লাস্টিক বর্জ্য কমিয়ে পরিবেশ রক্ষা করেছে।
২. ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা: শিশুদের জন্য শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের প্লাস্টিক বর্জ্য পৃথকীকরণ, রিসাইক্লিং প্রক্রিয়া এবং প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারের উপায় শেখানো যেতে পারে কিংবা বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ। স্কুলে "রিসাইক্লিং কর্নার" তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে শিশুরা প্লাস্টিক বোতল, প্যাকেট ইত্যাদি জমা করবে এবং সেগুলো থেকে নতুন কিছু তৈরি করবে, যেমন ফুলদানি বা শিল্পকর্ম।
৩. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ: শিক্ষকদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা যদি প্লাস্টিক দূষণ এবং রিসাইক্লিং সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন, তাহলে তারা শিশুদের কাছে এই বিষয়টি আরও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে পারে।
৪. সচেতনতামূলক প্রচারণা: স্কুলে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারণার আয়োজন করা যেতে পারে, যেমন "প্লাস্টিকমুক্ত দিবস" বা "রিসাইক্লিং সপ্তাহ"। এই ধরনের কার্যক্রম শিশুদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং তারা তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারবে।
৫. স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয়: স্থানীয় সম্প্রদায় এবং রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় করে শিশুদের রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এতে তারা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবে।

উপসংহার

প্লাস্টিক দূষণ একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে এর প্রভাব আরও তীব্র। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিংয়ের পাঠ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা শিশুদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি। এই শিক্ষা শুধু তাদের জীবনধারা পরিবর্তন করবে না, বরং তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শৈশব থেকেই এই শিক্ষা প্রদান করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবে। তাই, "প্লাস্টিক বর্জন ও রিসাইক্লিংয়ের পাঠ হোক শৈশবের শিক্ষা" - এই স্লোগানকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার এখনই সময়।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইঃ খেলাধুলার শক্তি

আফরা ইবনাত মাহির
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

খেলাধুলা আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, মনকেও প্রফুল্ল করে। শিশু থেকে বৃদ্ধ-সকল বয়সের মানুষের জন্য খেলাধুলা উপকারী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত খেলাধুলা করলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। এতে পেশি শক্তিশালী হয়, রক্ত চলাচল ঠিক থাকে এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। শিশুদের সঠিক উচ্চতা ও ওজন বজায় রাখতেও খেলাধুলার ভূমিকা রয়েছে। খেলাধুলা মনকে সতেজ রাখে, হতাশা দূর করে এবং পড়ালেখায় মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। পরাজয় ও বিজয়কে মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয় খেলাধুলার মধ্য দিয়ে। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং শিশুরা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। দলগত খেলাধুলা শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তোলে। তারা নিয়ম মেনে চলা, দায়িত্বশীলতা এবং সহনশীলতা অর্জন করে। খেলাধুলা শিশুদের ন্যায়বিচার ও সহানুভূতির শিক্ষা দেয়। খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি করে। এটি একঘেয়েমি কাটিয়ে মেধা বিকাশে সহায়তা করে। শিশুদের ক্লাসরুমে মনোযোগ বাড়াতে এবং শেখার আগ্রহ জাগাতে খেলাধুলা অত্যন্ত কার্যকর। খেলাধুলা শুধু বিনোদনের উপায় নয়, এটি একজন মানুষের সামগ্রিক বিকাশে সহায়ক। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত। স্কুল, পরিবার ও সমাজের সবার উচিত শিশুদের খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া।

খেলাধুলার শক্তি

খেলাধুলার শক্তি বলতে বোঝায় এমন সব গুণ বা প্রভাব, যার মাধ্যমে একজন মানুষ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এটি শুধু শরীরচর্চা নয়, বরং চরিত্র গঠন, মনোসংযোগ, দলগত কাজ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

খেলাধুলার শক্তির কিছু দিক

১। শারীরিক শক্তি: খেলাধুলা শরীরকে ফিট রাখে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং দৈহিক গঠন উন্নত করে।
২। মানসিক শক্তি: নিয়মিত খেলাধুলা মন ভালো রাখে, দুশ্চিন্তা কমায় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
৩। নৈতিক ও সামাজিক গুণ: খেলাধুলা শৃঙ্খলা, সততা, সহানুভূতি ও দলগত চেতনার বিকাশ ঘটায়।
৪। মেধা ও মনোযোগ বৃদ্ধি: যারা নিয়মিত খেলে, তারা পড়াশোনায়ও মনোযোগী হয়। কারণ খেলাধুলা মনোযোগ ও ধৈর্য বাড়ায়।
৫। নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ: খেলাধুলায় নেতৃত্ব ও দলে কাজ করার অভ্যাস তৈরি হয়, যা ভবিষ্যৎ জীবনে খুবই দরকারি।

কার্ট হুইল

হ্যান্ড স্ট্যান্ড

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে খেলাধুলার শক্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইগুলোতে খেলাধুলার গুরুত্ব ও শক্তি নিয়ে আলোচনা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক। প্রাথমিক স্তরের বাংলা ও প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ে গল্প ও ছড়ার মাধ্যমে খেলাধুলার উপকারিতা তুলে ধরা হয়। সামাজিক বিজ্ঞান এবং চারু এবং কারুশিল্প বইয়েও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন খেলাধুলা ও শরীরচর্চার চিত্র ও অনুশীলন দেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সালের নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী শিশুর শারীরিক সক্ষমতা ও জীবন্ত শিক্ষার অংশ হিসেবে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক পাঠ্যবইয়ে খেলাধুলাকে কেবল বিনোদন নয়, বরং শিশুর সামগ্রিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পাঠ্যবইগুলো শিশুদের সুস্থ, সচেতন ও সময়োপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে খেলাধুলার শক্তিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেছে। শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, সময়নিষ্ঠতা, দলগত সহযোগিতা ও নেতৃত্ব গুণ অর্জন করে। নিয়মিত খেলাধুলা করলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। শরীরের পেশি মজবুত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেমন - দৌড়, লাফানো, ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল প্রভৃতি খেলাগুলো শিশুদের শরীরচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যেমন, শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নির্দেশিকা বইতে সরাসরি খেলাধুলার চিত্র ও বিবরণ: যেমন-কাবাডি, বৌছি, গোল্লাছুট ইত্যাদি রয়েছে। এতে খেলাধুলার নিয়ম, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের বর্ণনা থাকে। এমনকি বিভিন্ন ইনডোর (টেবিল টেনিস, ক্যারাম) এবং আউটডোর (ফুটবল, ক্রিকেট) খেলার পাশাপাশি শিশুদের উপযোগী ব্যায়াম (কারট হুইল, হ্যান্ড স্ট্যান্ড)-এর উল্লেখ নির্দেশিকাতে রয়েছে। এই ধরনের বাস্তবভিত্তিক চিত্র ও অনুশীলন শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে শিখতে সাহায্য করে। এই সকল খেলাধুলা বা শারীরিক কার্যক্রম অনুসরণে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য যথাযথ দিকনির্দেশনাও রয়েছে। নিম্নে শিক্ষক নির্দেশিকার কিছু ছবির অংশ সংযুক্ত করা হলো :

অন্যদিকে বাংলা পাঠ্যবইয়ের অধ্যায়ে খেলাধুলা সংক্রান্ত গল্প ও ছড়া দিয়ে খেলাধুলার গুরুত্ব বোঝানো হয়। এটি শিশুদের মনোজগৎকে স্পর্শ করে এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। প্রথম শ্রেণির "আমার বাংলা বই"-এ পাঠ তৈরির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, শুধু তাই নয় শিখনকে আনন্দদায়ক করে তুলতে এরকম অভিনব কায়দার প্রতিফলন প্রাথমিক পাঠ্যবই-সমূহে পরিলক্ষিত হয়। যা শিক্ষার্থীদের মাঝে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তোলে।

আবার, চারু ও কারুকলা বইটি সরাসরি খেলাধুলা নিয়ে না হলেও কিছু অধ্যায়ে শারীরিক কৌশল, সৃজনশীলতা, দলের কাজ এবং মন মানসিকতা বিকাশে যেসব কার্যক্রম করা হয় তা খেলাধুলার উপাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন: দশম অধ্যায়ে খেজুর পাতাসহ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে কিছু তৈরির বিষয়টি খেলাধুলার বুদ্ধিবৃত্তিক অংশের সাথে সম্পর্কিত। এই বইয়ের যে সকল অধ্যায়ে চিত্রাঙ্কন, সৃজনশীলতা, প্রকৃতির উপাদান ও খেলাধুলার দৃশ্য আছে তা শিশুদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং দলের মধ্যে কাজ শেখার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে। গণিত, ইংরেজি পাঠ্যবইসমূহেও খেলার ছলে বিভিন্ন শিখন কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে যা খেলাধুলার শক্তির বিভিন্ন দিককে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছে।

উপসংহার

খেলাধুলা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণ শিশুদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রাথমিক পর্যায়ে খেলাধুলার সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে তারা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়াবিদ হতে পারে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ ও উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই: ঐক্যের শক্তি

মোঃ রেজাউল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জাতি হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে ঐক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েই একটি শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু হয়। শিশুর মানসিক গঠন, মূল্যবোধ সৃষ্টি, মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ও ভবিষ্যতের নাগরিক চরিত্র গঠনে প্রাথমিক শিক্ষা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই পর্যায়েই ঐক্যের মতো সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ শিশুর মনোজগতে রোপণ করার শ্রেষ্ঠ সময়। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইগুলোর বিভিন্ন পাঠে ঐক্যের শক্তি বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধে কীভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইগুলোতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও পাঠসমূহে ঐক্যের শক্তি বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কীভাবে এটি শিশুদের মানে গ্রথিত করে দেওয়া যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

ঐক্যের ধারণা

ঐক্য অর্থ মিল বা সংহতি। ঐক্য একটি সামাজিক গুণ, যা সমাজের প্রতিটি সদস্যকে একতাবদ্ধ রাখে, রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখে ও জাতিকে টেকসই উন্নয়নের পথে পরিচালিত করে। একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও মিলনের মাধ্যমে ঐক্য তৈরি হয়। ম্যাটি স্টিপানেক-এর মতে- Unity is strength....when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved.

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঐক্য

বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ নানা ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ একত্রে বসবাস করে। তাই প্রাথমিক স্তরেই যদি ঐক্য ও সহমর্মিতার পাঠ শিশুরা গ্রহণ করে তবে ভবিষ্যতে জাতির ক্রান্তিকালে তারা বিভাজিত না হয়ে ঐক্যের পক্ষপাতী হবে। শিশুরা যখন ছোটবেলাতেই মিলেমিশে একতাবদ্ধ থাকতে শিখে তাদের মননে, আচরণে ভবিষ্যতের একজন সুনাগরিকের ছায়া প্রতিফলিত হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্যের শক্তি মূল্যবোধ সৃষ্টি করা জাতির ভবিষ্যতের জন্য সর্বোত্তম বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য।
ধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতি, ভাষাগত সংহতি ও জাতীয় চেতনার সাথে এই ঐক্যের ধারণা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাই পাঠ্যবইয়ে এর প্রতিফলন ও চর্চা জরুরি এবং সময়োপযোগী। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইগুলোর মধ্যে বিশেষ করে বাংলা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং ইসলাম শিক্ষা বইয়ে ঐক্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই বিশ্লেষণ: ঐক্য ও ঐক্যের শক্তি উপস্থাপন

প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ফুলের মতো কোমল। তাদের পাঠ্যবইগুলো বর্ণ শিক্ষা ও শব্দ চেনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকলেও কিছু পাঠে- একসঙ্গে কাজ, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা এই তিনটি উপাদানের মাধ্যমে ঐক্যের বীজ বপন করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ের "আমরা বন্ধু" পাঠে শিশুরা একসঙ্গে খেলাধুলা করা, বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, অপরকে সাহায্য করা এসব বিষয় শিখে যেগুলো ঐক্যের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিবেচিত।

দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ে "আমাদের স্কুল" বা "সবাই মিলে কাজ করি" পাঠে সবাই মিলে কাজ করলে কাজটি সহজ ও সুন্দর হয় এই ধারণা দেওয়া হয়েছে। নিজেদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরির প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গল্পে পশুপাখিদের পারস্পরিক সহাবস্থানের বর্ণনা দিয়ে শিশুদের মনে ঐক্য ও সহমর্মিতার ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ছবি: দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের "আমার পরিচয়" পাঠে শিশুরা একসাথে খেলাধুলা করছে

তৃতীয় শ্রেণির বাংলা ও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যবইয়ে ঐক্যের ধারণা আরও স্পষ্ট। তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের "আমাদের উৎসব" পাঠে বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের বর্ণনা দিয়ে; এসব উৎসব যে আমাদের সবাইকে এক করে রেখেছে সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যবইয়ের "আমরা সবাই মানুষ" পাঠে সমাজের সব শ্রেণি পেশার মানুষেরা মিলেমিশে থাকার বিষয়টি দেখানো হয়েছে। "মাঠে এক সঙ্গে খেলা", "সবাই মিলে রাস্তা পরিষ্কার", "পানির অপচয় রোধ করি" এই পাঠগুলোতে সবাই মিলেমিশে থাকার গুরুত্ব এবং সমাজের কোনো সমস্যা সমাধানে দলগত প্রচেষ্টা কতটা জরুরি তা তুলে ধরা হয়েছে। এসব পাঠে শিশুরা মিলেমিশে একসাথে কাজ করে, ফলে তাদের মধ্যে ঐক্যের মতো মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণিতে ধর্মীয় সহাবস্থান, পারিবারিক ঐক্য, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে সাহায্য ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে। এতে করে শিশুরা শিখবে যে আশেপাশের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হয় তাহলেই আমাদের পৃথিবীটা সুন্দর হয়ে উঠবে।

চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ঐক্যের ধারণা আরও সুসংহত ও আরও একধাপ এগিয়ে যায়। এই শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে জাতীয় দিবসগুলোর পাশাপাশি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐক্যের ধারণা দেওয়া হয়েছে। যেখান থেকে শিশুরা জাতীয় ঐক্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানতে পারবে। "একুশে ফেব্রুয়ারি", "মুক্তিযুদ্ধ", "জাতীয় পতাকা" এসব পাঠে ঐক্য যে শুধু সামাজিক নয় বরং জাতীয় পরিচয়ের অংশ এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মহান ভাষা আন্দোলনে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ ও ভাষার জন্য মিলিত আন্দোলন- এই ঐতিহাসিক ঘটনা শিশুদের মনে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে।

ছবি: পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ের "এই দেশ এই মানুষ" পাঠে ঐক্যের ছবি

পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ঐক্যের ধারণা আরও বিস্তৃত ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইগুলোতে জাতীয় ঐক্য, আন্তর্জাতিক সহাবস্থান, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র চর্চার বিষয়গুলো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ের "এই দেশ এই মানুষ" পাঠে দেশের ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে সব মানুষ মিলেমিশে থাকার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। "হাতি ও শেয়ালের গল্প" পাঠে দেখানো হয়েছে কোনো সমস্যা মোকাবেলায় ঐক্য ও সম্মিলিত প্রয়াস কতটা কার্যকরী। "আমরা তোমাদের ভুলব না" পাঠে তুলে ধরা হয়েছে যুগে যুগে জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাস। "আমাদের সমাজ", "সহনশীলতা" এই পাঠগুলোর মাধ্যমে শিশুরা শিখে কীভাবে সমাজে ভিন্নমত ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ থাকা যায়। এছাড়াও এই শ্রেণির পাঠ্যবইগুলোতে শ্রেণির কাজ, দলগত কাজ, শ্রেণিকক্ষের ও বিদ্যালয়ের সম্মিলিত কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে ঐক্য বাস্তব জীবনের অংশ এই বিষয়টি শেখানো হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে ঐক্যের শক্তি বিষয়টির উপস্থাপন কৌশল

পাঠ্যবইগুলোতে ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে ঐক্য ও সহমর্মিতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- একটি গল্পে দেখা যায় বনের পশুরা অত্যাচারী এক শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য একসাথে পরিকল্পনা করে এবং তারা সফল হয়। এই গল্প থেকে শিশুরা বুঝতে পারে যে দলবদ্ধ ও সহযোগিতার ফলে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া ও সংকটময় পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ছড়া ও কবিতাগুলোতে বন্ধুত্ব, একসঙ্গে খেলা, মিলেমিশে থাকা এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে শিশুদের মনে ঐক্যের বীজ রোপণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইগুলোর বিভিন্ন ছবি ও চিত্রে দেখা যায় যে শিশুরা একত্রে খেলাধুলা করছে, একসাথে বই পড়ছে, গাছ ও পরিবেশের যত্ন নিচ্ছে, মিলেমিশে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, উৎসব পালন করছে- এসব ছবি ও চিত্র শিশুমনের অজান্তেই তাদের মধ্যে ঐক্যের ধারণা গ্রথিত হচ্ছে। বিভিন্ন পাঠে দলীয় কাজ, সহপাঠীদের সাথে আলোচনা, একসাথে অনুসন্ধান করা ইত্যাদি নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে ঐক্য ও দলগত চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে।

ঐক্যের গুরুত্ব

পাঠ্যবইয়ে ঐক্যের গুরুত্ব শেখানোর ফলে শিশুরা-

একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়; বন্ধু ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ববান হতে শিখে; দলে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখে; বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে শিখে। এই মূল্যবোধগুলো শিশুকে একজন সচেতন নাগরিক হওয়ার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করে এবং এই মূল্যবোধে বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে; সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়াস করে।

বাংলাদেশ একটি ধর্ম, বর্ণ ও ভাষায় বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশের মতো বহুভাষী, বহু ধর্মাবলম্বী ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর একটি দেশে ঐক্য শুধু একটি সামাজিক মূল্যবোধই নয় বরং জাতি হিসেবে টিকে থাকার পূর্বশর্ত। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে ঐক্যের শক্তি শুধু একটি পাঠ নয় বরং একটি নৈতিক বীজ যা সময়ের সঙ্গে বড় একটি বৃক্ষের রূপ নেবে এবং যার ছায়ায় গড়ে উঠবে শান্তিপূর্ণ ও আমাদের স্বপ্নের সম্প্রীতির বাংলাদেশ।

সচিত্র সংবাদ

জুলাই পুনর্জাগরণ ২০২৫, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

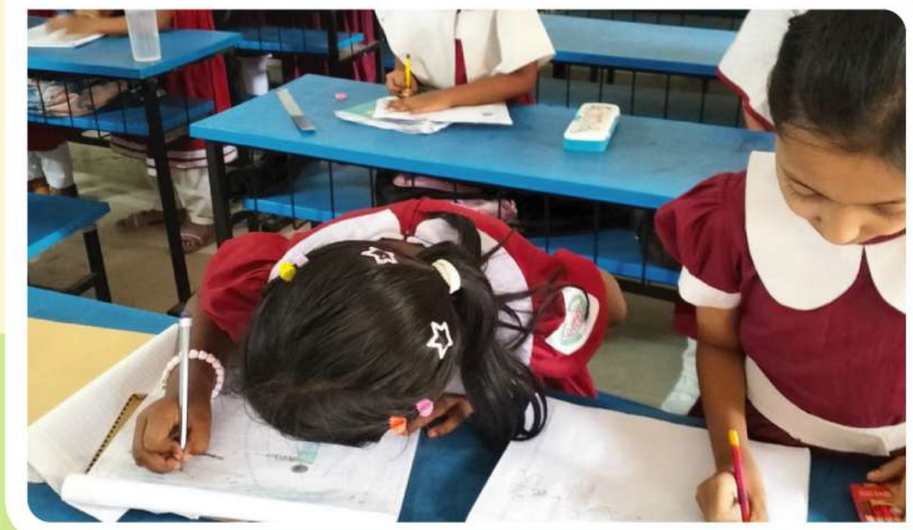

মৌলভীবাজার জেলার রাজনগরের কাশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপিত হয়। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'আমার স্কুল পরিচ্ছন্ন স্কুল' স্লোগানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রেণিকক্ষ,আঙিনা, ওয়াসব্লক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। ক্রয়কৃত স্যান্ডেল, নেইলকাটার, চিরুনি ইত্যাদির ব্যবহার ও শিক্ষার্থী নিজে কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে তার বিস্তারিত অনুশীলন করানো হয়।

পিটিআইয়ের বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে দেয়ালিকা

ফেনী পিটিআই দেয়ালিকা 'আনন্দ অঙ্গন'

নীলফামারী পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'আলোক দর্শন'

লক্ষ্মীপুর পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'তারুণ্যের শক্তি'

শরীয়তপুর পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'বীরদর্প'

কুষ্টিয়া পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'তারুণ্যের উচ্ছ্বাস'

মুন্সিগঞ্জ পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'তারুণ্যের ক্যানভাস'

রাঙ্গামাটি পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘নবদিগন্ত’

নেত্রোকোণা পিটিআই তারুণ্যের থিম দেয়ালিকা ‘রক্তাক্ত জুলাই’

বরগুনা পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘নব জাগরণ’

হবিগঞ্জ পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘অদম্য তারুণ্য’

রাজবাড়ী পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘ঐক্যের জুলাই’

টাঙ্গাইল পিটিআই তারুণ্যের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘তারুণ্যের ক্যানভাস’

পঞ্চগড় পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘দীপ্তিময় তারুণ্য’

জামালপুর পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘মুক্তির আহ্বান’

ঢাকা পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘দীপ্তিময় তারুণ্য’

ফরিদপুর পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘তারুণ্যের বাংলাদেশ’

চট্টগ্রাম পিটিআই তারুণ্যের উৎসব বিবেচনায় “তারুণ্যের শক্তি” নামক একটি দেয়ালিকা ‘তারুণের শক্তি’

বান্দরবান পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। দেয়ালিকার থিম ‘স্মৃতিতে জুলাই’

কুমিল্লা পিটিআই তারুণ্যের উৎসবের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘তারুণ্যোদয়’

রাজশাহী পিটিআই তারুণ্যের উৎসবের থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘রুপসী বাংলাদেশ’

নওগাঁ পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘আগুয়ান’

খুলনা পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘অরুণোদয়’

যশোর পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘গৌরবের পদচিহ্ন’

রংপুর পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘অষ্টকুঁড়ি’

ভোলা পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘তারুণ্যের ঐক্য’

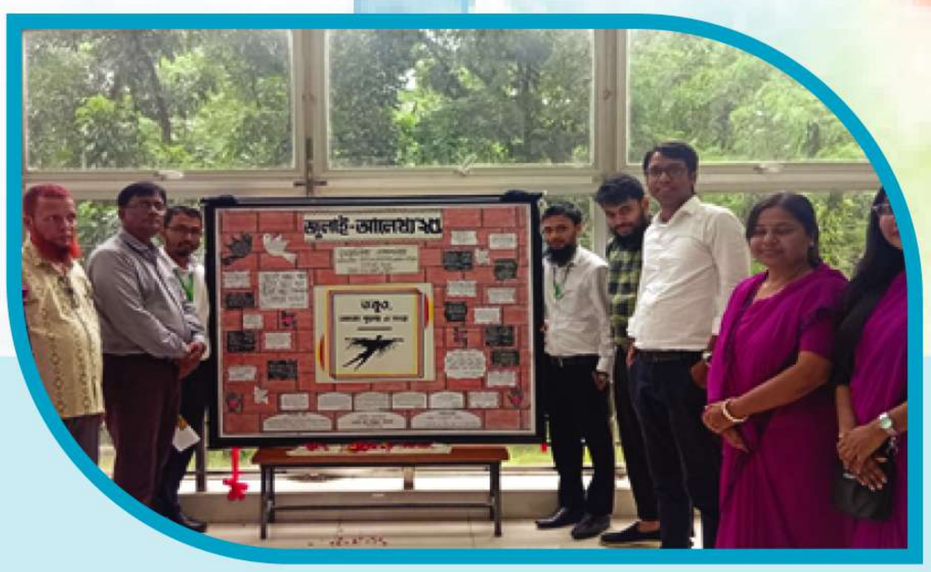

সিলেট পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘জুলাই-আলেখ্য ২৫’

কিশোরগঞ্জ পিটিআই এর তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘জাগ্রত তারুণ্য’

দিনাজপুর পিটিআই এর তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘তারুণ্যের জয়গান’

বরিশাল পিটিআই এর তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘তারুণ্যের জাগরণ’

মানিকগঞ্জ পিটিআই-এ তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘তারুণ্যের ঐক্য’

নারায়ণগঞ্জ পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'আলোকবর্তিকা'

ময়মনসিংহ পিটিআই তারুণ্যের উৎসব এর থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'তারুণ্য'

কক্সবাজার পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'নতুন বাংলাদেশ'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'দীপ্ত তারুণ্য'

সিরাজগঞ্জ পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'জুলাই ও দীপ্তি'

নাটোর পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা 'স্ফুরণ'

জয়পুরহাট পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘নব চেতনা’

বাগেরহাট পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘পৃথিবীটা হোক সুন্দর’

ঝিনাইদহ পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘সবুজ স্বপ্ন’

গাইবান্ধা পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘৩৬ জুলাই’

মাইজদি পিটিআই, নোয়াখালী তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘আলোর মশাল’

পটুয়াখালী পিটিআই তারুণ্যের উৎসব থিম বিবেচনায় দেয়ালিকা ‘চেতনায় জুলাই’

উপদেষ্টা

অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার
মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

তসলিমা আক্তার
মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

দেবব্রত চক্রবর্তী
মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

সুরাইয়া খান
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

ফরিদ আহ্‌মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

দিলরুবা আহমেদ
পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মীর মোঃ আরিফুর রহমান
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

আঁখি পাল রিয়া
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা
সম্পাদনা: ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ফোন : ০২ ৯৯৬ ৬৬৬ ১৬৫

Primary Education Newsletter [Special Issue, September 2025]
Edited by: Faculty of Language Education, NAPE
Published by: National Academy for Primary Education (NAPE), Mymensingh
Published Date: September 2025
E-mail: language.nape@gmail.com
Phone : 02 996 666 165

মুদ্রণ: ভিশন প্রিন্টিং প্রেস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১২-৪৭৬৫৭৬, E-mail : mofazzalpress@gmail.com